ইসলাম কি নারীকে মুক্তি দিয়েছে?

তৃতীয় নয়ন

(পর্ব-৪)

ইসলামে কন্যা পিতা এবং স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। তবে তাদের অংশ হয় খুবই কম। ছেলে এবং মেয়ে সমান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। পিতা যদি শুধুই একটি কন্যা রেখে যায় তবে সে পায় সম্পত্তির ১/২ অংশ, আর ভাই থাকলে বোনের অংশ ভাইয়ের অর্ধেক । অর্থাৎ সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক। এটা সুস্পষ্ট লিঙ্গ বৈষম্য। কোরানে আছে ,*'আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান'* [সূরা নিসা ৪:১১] কোন পুরুষ যদি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় এবং তার বোন থাকে তবে সে বোন তার সম্পত্তির ১/২ অংশ পায়। আর যদি কোন নারী সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় আর তার ভাই থাকে তবে সে ভাই তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ন অংশ পাবে।[দ্র : **সুরা নিসা ৪:১৭৬]**

স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির কতটা পায়? সামান্য। যদি সন্তানহীন অবস্থায় স্ত্রী মারা যায়, তবে স্বামী তার সম্পত্তির ১/২ অংশ পায়।আর যদি সন্তান রেখে মারা যায় তবে স্বামী তার সম্পত্তির ১/৪ অংশ পায়। অথচ স্বামী যদি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় তবে স্ত্রী পাবে স্বামীর সম্পত্তির ১/৪ অংশ। আর যদি স্বামী সন্তান রেখে মারা যায় তবে স্ত্রী পায় তার সম্পত্তির ১/৮ অংশ। **[দ্র : সুরা নিসা ৪:১২]** অনেকে বলেন **মেয়েরা বিভিন্ন উৎস হতে সম্পত্তি লাভ করে বলে এবং তাদের কোন খরচ নেই বলে (যেহেতু ভরণপোষনের দায়িত্ব স্বামীর উপর) তাদেরকে কম সম্পত্তি দেয়া হয়েছে এবং ছেলেরা অন্য**

কোন উৎস থেকে সম্পত্তি পায় না বলে তাদেরকে একবারে বেশি সম্পত্তি দেয়া হয়েছে(যেহেতু অর্থনৈতিক দায়িত্ব তার উপর)। মেয়েরা পিতামাতার সম্পত্তি পাওয়ার পর স্বামীর কাছ থেকেও সম্পত্তি পায় বলে মোট সম্পত্তি পুরুষের সমান হয়ে যায়। তাই মেয়েদেরকে কম দেয়া হয়েছে। এগুলা আসলে কুযুক্তি ছাড়া আর কিছুই না। প্রথমত স্ত্রীকে কেন সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে **'স্বামী'** ব্যাপারটার উপর ঝুলে থাকতে হবে.? কেন সে বিয়ের আগেই পুরুষের মত সমান সম্পত্তি লাভ করবে না? দ্বিতীয়ত স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীকেও কেন ভরণপোষণের দায়িত্ব দেয়া হলো না? তৃতীয়ত স্ত্রীর কোন খরচ নাই কেন? স্বামী যেমন বাধ্য খরচ করতে , স্ত্রীও তেমন বাধ্য নয় কেন? উপার্জনের দায়িত্ব কেন নির্দিষ্টভাবে পুরুষের উপর দেয়া হলো? আর যদি কোন একজনকেই উপার্জন করতে হয় তবে কেন পুরুষকেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো ? নারী উপার্জন করবে না পুরুষ উপার্জন করবে , নাকি দুজনই উপার্জন করবে সেটা পরিবেশ পরিস্থিতি সময়ই বলে দিবে, হঠাৎ করে পুরুষের উপর এই দায়িত্ব দেয়া হলো কেন? কেনই বা নারীর উপর ঘরের দায়িত্ব দেয়া হলো?

মুসলিম আইনে স্বামীকে পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আর স্ত্রীকে ঘর সামলানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। স্ত্রী ঘরের কাজ করবে, স্বামীর খেদমত করবে, রান্না-বান্না করবে, সন্তান উৎপাদন করবে, তাদের লালনপালন করবে, এটাই ইসলামি পরিবারের আদর্শ। অর্থাৎ ইসলাম যে নারীমুক্তি দেয় নি তা প্রত্যক্ষ প্রমানিত। ইসলাম নারী স্বাধীনতা হরণ করার জন্যই এ ব্যবস্থা গ্রহন করেছে যেহেতু অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই নারীমুক্তির আসল কথা তাই সেই আসল জায়গাতেই ইসলাম গোলমাল বাধিয়ে রেখেছে। মহানবী (সা:) তার কন্যা হজরত ফাতিমার বিয়ের সময় তাকে বলেছিলেন , '*মা তোমার দায়িত্ব ঘরের কাজ করা, যাতা পিঁষা, ঘর ঝাড়ু দেয়া, সন্তান লালন-পালন করা, রান্নাবান্না করা আর আলীর (নবীর জামাতা) দায়িত্ব ঘরের বাইরে গিয়ে উপার্জন করা , খাদ্যের সংস্থান করা*' অর্থাৎ খুব স্পষ্টভাবেই প্রমান হয় নারীকে ঘরের বাইরে গিয়ে উপার্জন করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তখন

যদি ফাতিমা নবীজীকে বলতেন ‘ **বাবা আমিও ঘরের বাইরে গিয়ে উপার্জন করবো’** তখন নবীজী নিঃসন্দেহে বলতেন **‘না মা! তা হয় না। আল্লাহ নারীকে ঘরের কাজের উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। আর পুরুষকে ঘরের বাইরের কাজ করার উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন।’**

নবীরাসূলরা যুগে যুগে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়েছেন। তারা হেরা গুহা , জেরুজালেমে বসে ধর্ম রচনা করেছেন, তাদের স্বরচিত ধর্মগ্রন্থকে ঐশ্বরিক বানী বলে প্রচার করেছেন, তারা নারীদের জন্য বিপুল পরিমান বিধি-বিধান বানিয়েছেন। নারী যাতে অবরোধবাসিনী হয়ে থাকে, পুরুষের অধীনস্ত হয়ে থাকে এর জন্য তারা কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেতেই বাকি রাখেননি। মজার ব্যাপার হলো কোন নারী নবীরাসূল হননি। সবাই পুরুষ! নারীদের কি নবীরাসূল হওয়ার যোগ্যতা ছিলনা? আল্লাহ কেন হঠাৎ পুরুষদের মধ্য হতে নবীরাসূল পাঠালেন? এ প্রশ্নের উত্তর কি? উত্তর একটাই। ধর্ম পুরুষরা রচনা করেছে। ধর্ম মহাকাশ থেকে পাখাওয়ালা ফেরেশতাদের মাধ্যমের অবতীর্ন হয় নি। প্রত্যদেশ অসম্ভব।

মুসলিম আইনে একজন মুসলিম পুরুষ ইহুদী/ খ্রিষ্টান নারীকে বিয়ে করতে পারে। অথচ একজন মুসলিম নারী ইহুদী/খ্রিষ্টান পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না। ইসলামে সাক্ষীর ক্ষেত্রেও লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে। একজন কলিমুদ্দিন যেই সাক্ষী দিতে পারে সেই সাক্ষী একজন হাসিনা এবং একজন খালেদার সম্মিলিত সাক্ষীর সমান। কোরানে আছে , *‘ অতঃপর পুরুষদের মধ্য হতে দুইজন সাক্ষীকে বেছে নাও। একজন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে সাক্ষী হিসেবে বেছে নাও যেন একজন ভুলে গেলে আরেকজন স্বরণ করিয়ে দিতে পারে।’* [সুরা বাকারা ২:২৮২] - এ আয়াতে বিভিন্ন অসংগতি রয়েছে। প্রথমত সাক্ষী সাধারণত পুরুষরাই হবে। অর্থাৎ বিচার, আদালত, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে মূলত পুরুষরাই কর্মরত থাকবে এটাই ইসলাম বোঝাচ্ছে। পুরুষরাই সাক্ষী দিতে আসবে মূলত। কারণ প্রথমেই দুজন পুরুষকে বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে হঠাৎ যদি অনিবার্য কারনবশত ১ জন

পুরুষ পাওয়া না যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন নারী সাক্ষ দিবে। অর্থাৎ ১ জন পুরুষ ২ জন নারীর সমান ইসলামের দৃষ্টিতে।। এটা কি লিঙ্গ বৈষম্য নয়? শুধু তাই নয় , শুধু নারীরা সাক্ষ দিতে পারবে না। অন্তত একজন পুরুষ লাগবেই। কিন্তু কেন? নারীরা কি কালা? বোবা? কানা? খোড়া? কোনটাই নয়। তাহলে কেন এই বৈষম্য? এই আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে নারী সাক্ষী দুজন কারণ একজন ভুলে গেলে আরেকজন স্বরণ করিয়ে দিবে। খুবই হাস্যকর একটি ব্যাখ্যা। পুরুষরাও কি ভুলে যেতে পারে না? সেক্ষেত্রে কেন বলা হলো না পুরুষ ভুলে গেলে আরেকজন মনে করিয়ে দিবে?

ইসলামের নারীর আরেকটি অধিকার হলো বিয়েতে **‘সম্মতি’**। খুব বড় গলায় প্রচার করা হয় যে **‘ ইসলাম নারীকে বিয়েতে পাত্র নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে’** আসলে বিয়ের সময় নারীর **‘সম্মতির’** যে কথাটা বলা হয় তা স্রেফ অভিনয়, প্রহসন ছাড়া আর কিছুইনা। সম্মতি না দিয়ে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও কোন বিয়ে হয়েছে নাকি? যাদের জোরপূর্বক বিয়ে হয় তাদেরও বিয়ের আগে জোরপূর্বক **‘সম্মতি’** নেয়া হয়। কিন্তু তাই বলে কি এটা মন থেকে বলে পাত্রি? কখনোই না। তারা **‘সম্মতি’** দিতে বাধ্য হয়। তাছাড়া ইসলামী সমাজে শৈশব থেকেই একজন মেয়েকে যেরকম মধ্যযুগীয় অবরোধে বন্দী করে বড় করা হয় তাতে ঐ মেয়ের পক্ষে **‘সম্মতি’** না দিয়ে উপায় থাকে না। পিতামাতা যেই পাত্র ঠিক করে সেই পাত্রকে সে মেনে নিতে বাধ্য হয়। সে কখনোই অভিভাবকের পছন্দের পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। কারণ তার মানসিকতাকেই শৈশব থেকে ঐভাবে গড়ে তোলা হয় যে বাবা-মা যা বলবেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। কোনক্রমেই বাবা-মার অবাধ্য হওয়া যাবেননা। তাছাড়া ইসলামি সমাজে কখনোই মেয়েরা নিজে পছন্দ করে বিয়ে করতে পারে না। কারন নিজের পছন্দে বিয়ে করার জন্য বিবাহপূর্ব সম্পর্ক থাকা লাগে।কিন্তু ইসলামি সমাজে তা অসম্ভব। ইসলামে পরনারী-পুরুষের বন্ধুত্ব-প্রেম-ভালবাসা তো দূরের কথা, একে অপরের দিকে

তাকানোই নিষিদ্ধ ।কথা বলাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পরপুরুষরা **‘পর্দার বাইরে থেকে’** নারীদের সাথে কথা বলবে। এত কঠোর রক্ষণশীলতার মধ্যে কিভাবে একটি ছেলে ও একটা মেয়ে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবে?যেখানে সামনে আসাই নিষিদ্ধ।

(চলবে)